অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা। কারণ আপনারা ভালোবাসলে তবেই আমাদের পথচলা সার্থক।

আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে -

মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com

যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন - দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা - হুগলি, পিন-৭১২৬০১

পুরাতত্ত্ববিদ সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ

লিপি : কেউ গান করেন, কেউ ছবি আঁকেন, সাহিত্য চর্চা করেন, অভিনয় করেন। কিন্তু পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা বা চর্চা খুব বিরল ঘটনা। এতো কিছু থাকা সত্ত্বেও আপনি পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহী হলেন কীভাবে?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মানুষ এক ছাঁচে তৈরি নয়। আর নয় বলেই প্রত্যেকটি মানুষ, বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রগতভাবে পৃথক। সে কারণে কেউ গান, কেউ খেলা, কেউ আঁকতে বা কেউ ভালবাসে অন্য কিছু করতে। আমার বাবা দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিপ্লবী, শিক্ষক ও সাহিত্যিক। ভাললাগা জিনিস রাখতেন নিজের সংগ্রহে। এমনকি সংবাদ পত্রের কোনও খবর মনোমতো হলেও রাখতেন, কাটিং। এটি হয়তো অজান্তেই প্রভাব বিস্তার করে আমার মধ্যে। পরে ইতিহাসের শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ করি, ইলামবাজার হাইস্কুলে। ইলামবাজার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। দস্যু আক্রমণ, বর্গী হাঙ্গামায় বিপর্যস্ত হলেও এখানকার গালাশিল্প বিশ্বে ছিল সমাদৃত। রয়েছে সৌধ, অপূর্ব টেরাকোটায় সমন্বিত বেশ কিছু মন্দির। অবহেলায়, অযত্নে, অসচেতনতায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাচীন সৌধগুলি। কী এক আকর্ষণে বছরার গেছি ওই সমস্ত দেখতে। গড়ে ওঠে মমত্ববোধ। ছাত্র, শিক্ষক, এলাকার মানুষজনদের নিয়ে গড়ে তুলি ইলামবাজার আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা কেন্দ্র। সংস্পর্শে আসি বেশ কিছু পণ্ডিত মানুষের। বার্ষিক অনুষ্ঠান, সেমিনারের আয়োজন করা হয়। যাই অন্য আঞ্চলিক ইতিহাসের অনুষ্ঠানেও। এভাবেই, পুরাতত্ত্ব ও আঞ্চলিক ইতিহাসের উপর আগ্রহ গড়ে ওঠে।

লিপি : পশ্চিমবঙ্গ পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের আকর ভূমি। এগুলোকে সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের কড়ি খরচ করে এসব কাজ আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন, কোনওরকম সরকারি অনুদান ছাড়াই। ভাবতে অবাক লাগে। কিন্তু, সাধারণ মানুষের কাছে এসবের গ্রহণযোগ্যতা কতটা?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : এ এস আই কালঘুমে আচ্ছন্ন। যদিও ঘুম ভাঙে শুধুমাত্র 'সংরক্ষণ' বোর্ড টাঙিয়ে দায়িত্ব পালন করে। বীরভূমের প্রথম রেসিডেন্ট জন চীপ (১৭৮২) বোলপুরের কাছে সুরুলের ডাঙায় নীল চাষ, নীলকুঠি স্থাপন করেন বিস্তৃত এলাকা নিয়ে। ভগ্ন কুঠি বহন করছে তার স্বাক্ষর। ময়ূরাক্ষী তীরে গনুটিয়ায় প্রায় শহরের মতো এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠে রেশম কুঠি। প্রায় চার হাজার লোক কাজ করতেন। বর্তমানে নদী গর্ভে অনেকটা বিলীন হয়ে গেলেও প্রায় পনেরো একর জায়গা নিয়ে ভগ্নপ্রায় দাঁড়িয়ে আছে ধ্বংসের অপেক্ষায়। আমার সংস্থার কথা শুনে সংরক্ষণের আকৃতি জানিয়ে অনুরোধ করেছেন, বেশ কয়েকজন সচেতন মানুষ। সবিনয়ে জানিয়েছি আমার সীমাবদ্ধতা। ইলামবাজারে হাটতলায় অপূর্ব টেরাকোটার মন্দিরটি এ এস আই সংরক্ষণ বোর্ড টাঙালেও কিছুই করেনি। স্থানে স্থানে টেরাকোটার বহু ফলক খসে পড়ে উধাও, অস্পষ্ট ও ক্ষয়ে গিয়েছে বেশ কিছু। অতীত কীর্তির শ্মশানভূমি এই বীরভূম। রক্ষা করতে না পারার অক্ষমতা কুড়ে কুড়ে খায়। কিন্তু কষ্ট দুঃখ পাওয়া ছাড়া কিছুই করার নেই।

লিপি : আপনার কী মনে হয়, আপনার পরবর্তী প্রজন্ম ঐতিহ্য সচেতন? ইলামবাজার আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা কেন্দ্রকে নিয়ে নতুন প্রজন্মের উৎসাহ কতটা?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : আঞ্চলিক ইতিহাস কী, এর প্রয়োজনীয়তা কী, এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এলাকার ইতিহাস শিক্ষক ও ছাত্রীদের নিয়ে বেশ কয়েকটি সেমিনার করেছি নিজ উদ্যোগে। পাশে পেয়েছিলাম বেশ কয়েকজন সহকর্মীকে। কিন্তু সেইভাবে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে ইলামবাজার সম্পর্কে জানতে অনেকেই খোঁজ করেন, আমার। আমার শহর ইলামবাজার, আনন্দবাজার পত্রিকায়, আমার নাম প্রকাশ হলে এবং আকাশবাণীতে ইলামবাজারের গল্প শুনে, অনেকেই খোঁজ খবর নেন। পাঠভবন, বিশ্বভারতীতে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা অনেকেই, তাদের প্রজেক্টের তথ্যের জন্য যোগাযোগ করে, বাড়িতে আসে। তবে উত্তরসূরি হিসেবে এখনও কাউকে পাইনি।

লিপি : এটা কী আপন সাংস্কৃতিক বোধ সম্পর্কে আমাদের চেতনার অভাব?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিমচন্দ্র বলে গিয়েছেন, বাঙালি ইতিহাস-বিমুখ জাতি। বীরভূম তথা বোলপুরের উন্নতিতে নীলকর চীপ সাহেবের অবদান স্মরণীয়। চীপের সহযোগী ছিলেন ডেভিড এরস্কিন/আস্কিন। ইলামবাজার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যায়। সদাশয় মানুষ ছিলেন। ওখানেই মারা যান। কুঠিরের কাছে সমাধি সুদৃশ্য মার্বেল পাথরে সজ্জিত ছিল। সাতটি সমাধিতে নাম, পরিচয়, তারিখ সহ খোদিত ছিল। কবেই খুলে নিয়ে গিয়েছে। ওই পাথরের সমীক্ষার সময় দেখেছিলাম ওই পাথরের একটি রয়েছে একজনের বাড়িতে এবং পা ঘষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চেতনার অভাব নয় তো কী?

লিপি : আপনার অনেক কাজ ভারত-ইতিহাসে নবতর সংযোজন। অথচ, সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যাবতীয় গবেষণাকর্মকে 'আঞ্চলিক' হিসেবে দেখা হয়। পুরো এই ঘটনায় আপনার কোনও মান অভিমান নেই?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : সহকর্মীদের অনেকে আমাকে পাগল বলেন, কেউবা বলেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কী লাভ? তার থেকে ওই সময়ে যদি টিউশানি করেন তাহলে টাকা এবং সময় তো বেকার যাবে না বরঞ্চ টাকা আসবে। কী করে বোঝাই, সবার ভাল লাগা এক রকম নয়। মান অভিমানের কোনও কোন জায়গায় নেই। যদি এর দ্বারা কাউকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তো সেটাই আমার সাফল্য। ক্ষেত্রসমীক্ষক আর তথাকথিত গবেষকদের মধ্যে দুস্তর ফারাক। লাইব্রেরির মধ্যেই গবেষকের ঘোরাফেরা কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষার কাজ কঠিন, যথেষ্ট ঝুঁকি ও পরিশ্রমের। উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে। যেমন গ্রামের নাম নেলেগড়। উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখি, উঁচু একটি জায়গা, নীচে নালা। অতীতে কোনও রাজার গড় ছিল এবং পরিখা দিয়ে ঘেরা ছিল। কালক্রমে গড় ধ্বংস হয়ে উঁচু ডাঙা এবং পরিখা বুজে নালায় পরিণত হয়েছে। মানুষেরা নালা পেরিয়ে যায় ওই গড়ে। তাই নামকরণ হয়েছে নালাগড় /নেলেগড়/নেলেগড়। এইভাবে যখন কোনও উৎসমুখ খুঁজে পাই খুব ভাল লাগে। তাই কিছু পাবার জন্য নয়, ভাল লাগে বলে কাজ করি।

লিপি : এতো কিছুকে ত্যাগ করে, বন্ধুদের উপহাসকে তাচ্ছিল্য করে এতো এতো কাজ করে গেছেন। সরকারের তরফ থেকে কখনও কোনও সুবিধা পেয়েছেন?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসে পড়াতে গিয়ে একদিন মনে হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের দেশ বিদেশের ইতিহাস পড়াই অথচ তাদের এলাকার ইতিহাস তারা জানে না, সুতরাং জানানোর জন্য ভাল লাগা থেকে যার শুরু, সেখানে কে তাচ্ছিল্য বা উপহাস করল তাতে কী এসে যায়? না, কোনও সরকারি সুবিধা পাইনি, বলা ভাল চেষ্টাও করিনি। ২০০৪ সালে ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় ইতিহাস জানানোর জন্য যেটা শুরু করেছিলাম, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সেটা ২০১৬তে নবম শ্রেণির পাঠক্রমে নিয়ে এসেছে। ভাবতে ভালো লাগে যে, আমার চিন্তা ভাবনা ঠিক ছিল। আর ছিল বলেই আঞ্চলিক ইতিহাস আজ সিলেবাসে ঠাঁই পেয়েছে।

লিপি : আপনি আপনার কাজ নিয়ে কিভাবে এগোতে চান?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মানুষ বাঁচে তার সফলতা নিয়ে নয়, কতখানি চেষ্টা করেছে, তার উপর। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যখন কাউকে প্রভাবিত করে এবং সে যখন নিজের এলাকার ইতিহাস, সংস্কৃতি জানতে আগ্রহী হয়, খোঁজ খবর নেয়, আমি আনন্দিত হই, স্বপ্ন দেখি, আমার চলে যাওয়ার পর নটে গাছটি মুড়বে না, হয়তো পত্রপুষ্পে শোভিত হবে।

লিপি : লিপির পাঠকদের উদ্দেশ্যে কী বলবেন?

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : অতীতকে ভুললে চলবে না। অতীত কীর্তির রয়েছে অসাধারণ মূল্য। মা বাবার কথা যেমন জানা দরকার, তেমনি যে এলাকা থেকে বড় হয়ে উঠেছি জানতে হবে তাকেও। রক্ষা করতে হবে ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নিজ সংস্কৃতি জানতে ও তাকে রক্ষা করার কথা বলেছেন। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রেও বলেছে, নিজেকে জানো। অতীতকে স্মরণ করে বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। দূর করতে হবে ইতিহাস বিমুখতার তকমা।

লিপি : লিপির পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ।

সৌরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : ধন্যবাদ।

ক. বি. তা.

আশরাফুল মণ্ডল-এর দুটি কবিতা

ভাদরগীতি

মন রেখেছি খোলা জানালায়। সাঁঝের বেলা ডানা মেলেছি ভরা ভাদরে।
হৃদয় জুড়ে মনসামঙ্গলের গান। ছোঁড়া চাটাই, কী আনন্দে নাচু বাউরী,
হাবু বায়েন। সুরের দোলায় মিটমিটে লম্ফ জোনাকি, কখন
সবাই মিলে ''কলাতলার ঘাটে ভেলা ভাসিতে লাগিল গো...''

সাঁঝের প্রহর এগিয়ে চলে। পোয়াতি বউ হাপুস রোদনে মেঘচরা উঠোনে। লতার ছোবলে মরদ তার মড়া লখিন্দর। ভাদরধারা ঝমঝম 'কলাতলার ঘাটে ভেলা ভাসিতে লাগিল গো...'

ঋণ স্বীকার

আর কত বলবে, নাও নাও
আর কত দেবে, শব্দ বাক্য ভাষা
আর কত দেখবে, আত্মদহন
তোমার শব্দেরা হিরণ্য মাছ, খেলে সারারাত
বাক্যেরা যত উপনন্দ, প্রভুর ঋণ শোধের
তোমার ভাষাতেই দেখি শাশ্বতী,
কবি সুধীন্দ্রনাথের আর কত ঋণী হবে;
পারো তো বুকে দাও একমুঠো, দাউ দাউ
করবে শুয়ে কথা হবে, একান্ত সারল্যে
চিনে নেব তোমার দানে, ঠিকই
সে ফ্যারিস্তা নাকি শয়তান;

মৌলিমা প্রামাণিক-এর দুটি কবিতা

সমাজ

বিবস্ত্র মেয়েটি সমাজের লজ্জা আকণ্ঠ পান করে এগিয়ে চলেছে,
চারপাশে বিষাক্ত লোলুপ দৃষ্টি—
হৃদয়ের সমস্ত রক্তক্ষরণ এক নিঃশ্বাসে
কাচের গ্লাসে পুরে ঢকঢক করে গিলে নেয় সে,
চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক,
রাশি রাশি স্বপ্নরা আজ বস্তাবন্দি,
রক্ত গড়িয়ে পড়ছে শরীর থেকে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে...
অসংখ্য দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ সেই রক্ত
পরখ করছে,
লজ্জা, ভয়, সতী, শব্দগুলো
মেয়েটি কাঁধে বয়ে নিয়ে শ্মশানে রেখে এল
সবাই চোখ দিয়ে দৃশ্যটা চেটেপুটে খেল,
কিন্তু একটি হাতও বস্ত্র হাতে
এগিয়ে এল না
সমাজের লজ্জা বিক্রি করা মেয়েটি
এগিয়ে গেল বিচারের আশায়।

একটু মনুষ্যত্ব দাবি করে সে...

একটি প্রজাপতির গল্প

বিবর্ণ প্রজাপতি পাখনা মেলে,
হাত ধরতে চায় আগামীর।
অতীতের নির্মম কাহিনী কেড়ে নিয়েছে
জীবনের সবকটা রঙ,
ফ্যাকাসে যন্ত্রণার খাতা হাওয়ায় উড়িয়ে
আত্মসম্মান নামক শব্দের হার পরবে গলায়।
পৃথিবীর সব আদিম মানুষের গুণাগুণ,
পিঠের ভারে বয়ে নিয়ে রেখে আসবে শ্মশানে
বিদ্রোহের পোশাক গায়ে জড়িয়ে
একেবারে পুড়িয়ে দেবে সব লজ্জা।
মোমবাতির আলোতে মনুষ্যত্ব নামক শব্দের
চোখে ঝলসে যাবে,
উপচে পড়া ঘৃণার শরবত
তৃপ্তি করে পান করবে
প্রজাপতিটি খুঁজে চলেছে
সেই পথের শেষ।